NOV. 30 2000

শিক্ষা ব্যবস্থাই সকল মন্দের উৎস

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন খুব প্রাচীন কালে নয়। খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। তার আগে ধর্ম চর্চার জন্য সংস্কৃত, আরবি এবং মোগল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ফার্সি ভাষা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকলেও সার্বজনীন শিক্ষার কোনও সুযোগ ছিল না।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির "কাউন্সিল অব এডুকেশন' সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' গঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্মোচন হয় আরেক দিগন্তের। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে "নেটিভ ফিমেল স্কুল" স্থাপনের ফলে নারী শিক্ষার যাত্রাপথ সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও পরে দেশীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হলেও ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার কারণে ভারতীয়দের সঙ্গে দেশ-বিদেশের জ্ঞান চর্চা ও ভাবাদর্শ বিনিময়ের দ্বার উন্মোচিত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হলেও সকল ধর্মের সকল বর্ণের মানুষের জন্য কোনও সার্বজনীন চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারা সৃষ্টির শিক্ষা চালু হয়নি। তারই ফলে সাতচল্লিশে দেশভাগ এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর খাঁটি মানুষ বানানোর বদলে ধর্মীয় উগ্রপন্থী বানানোর শিক্ষার প্রচলন হয়। বাংলাদেশের ভাষা এবং স্বায়ত্বাধিকার আন্দোলন কালে এই শিক্ষানীতি বিরোধিতা করা হয়। তবু স্বাধীনতার পর মাদ্রাসা শিক্ষা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পরে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির পথ সুগম হয়।

মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তারা নিজেদের আমাদের আবহমান কালের সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতি মনে করে। কোনও কোনও মাদ্রাসা ধর্মীয় উগ্রপন্থী সৃষ্টি করতে থাকে। আরব এবং ইউরোপ আমেরিকার কোনও দেশে শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্য এত ব্যাপক স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি নেই, যা আমাদের দেশে আছে।

বলা হয়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। সে মেরুদণ্ডটি ঠিক রাখার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা কি যুগোপযোগী করা হয়েছে? আমরা পড়ে আছি গোঁড়ামিপ্রধান শিক্ষা ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে।

শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার কারণে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে সর্বত্র এক বিভাজন রেখার সৃষ্টি হচ্ছে। একজন আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও মাদ্রাসার ছাত্র একে অপরের পরিপূরক না হয়ে বরং একে অপরের অবমূল্যায়ন করছে। কেউ ভাবে ও তো নরকে যাবে আর অন্যজন ভাবে ও তো ধর্মের নামে ভিক্ষা করবে। পৌষ ও মাঘ মাস এলে মাদ্রাসাগুলোতে ওয়াজ মাহফিলের নামে যেভাবে টাকা ওঠানোর প্রথা রয়েছে তা কি প্রমাণ করে না এ এক ভিক্ষাবৃত্তির শিক্ষা? অবশ্য ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেছে।

আমাদের শিক্ষা খাতে সরকারি অর্থের জোগান একেবারে কম নয়। সনাতন সিলেবাস, সেকেলে মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষক, অনুপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় বিষয়, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংকোচন বা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নকল প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যার কারণে প্রায়োগিক ও সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। বিদ্যমান শিক্ষা সিলেবাসে প্রগতিশীল সুশিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এক সময় সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হতো না, এখনও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হয় না, মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের প্রাণ সৃষ্টির উৎস ও ক্রমবিকাশ পড়ানো হয় না, শুধু মানুষের চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন তা পড়ানো হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় আধুনিক দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় না সে কারণে আজকের এই আধুনিক যুগেও শিশুদের বইতে মানবিক আচরণ, রাস্তায় চলাচলের সংকেত, খাদ্য গ্রহণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দৈনন্দিন জীবনে যা যা প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছুই নেই, যা বিদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইতে আছে। সত্যিকার অর্থে এ বিষয়গুলো আধুনিক যুগে মানুষের আহার বিহারের মতোই। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দুর্বলতার কারণে এখনও শিক্ষকরা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করেন, যা সম্পূর্ণ অমানবিক অথচ একজন শিক্ষকই সেই অমানবিক আচরণ করছেন অবলীলায়। গত ২৮ আগস্ট একটি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'ভাল ও মেধাবী ছাত্ররা যদি রাজনীতিতে না আসে দেশ বিষাক্ত হয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'খারাপ শিক্ষক দিয়ে ভাল ছাত্র সৃষ্টি হয় না'। তার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য হলেও সে সুশিক্ষার ব্যবস্থা আমরা কোথায় পাব?

কিছুদিন আগে ইংরেজি মাধ্যম ও ঢাকার কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা সিলেবাস নিয়ে এক শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার হয়। সেমিনারে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেম একটু কম হয় বলে অনেকে মত দেন। তা হয়তো হতে পারে যেহেতু ইংরেজি বিদেশী ভাষা ও আন্তর্জাতিক ভাষা। ইংরেজি ভাষা জানার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী দেশ-বিদেশের অনেক বিষয় জানার ও শেখার কারণে এক আন্তর্জাতিক মানসিকতা তার মনে গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিকতাবাদী সামগ্রিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। সামগ্রিক প্রেম কিন্তু দেশপ্রেমকে বাদ দিয়ে গড়ে ওঠে না। যেমন কোন পিতামাতার একজন সন্তান জন্মালে তিনি যেমন ভালবাসেন, দশটি জন্মালেও সে একই নিয়মে ভালবাসেন। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে বাহ্যিক দেখান দেশপ্রেম কম হলেও মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের মতো ধর্মান্ধ, রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে না। অধিকাংশ মাদ্রাসা সরকারি অর্থায়ন নিয়ে এখনও জাতীয় গৌরবের দিনগুলো পালন করে না। মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষকের দেশপ্রেমের বদলে দেশদ্রোহী কাজের উদাহরণ তো অনেক।

অন্তত একটি কাজ তো খুব সহজে করা যায়। মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বিদেশী ভাষার শব্দগুলো সরকারি অর্থায়ন সুবিধা নেয়া শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নিষিদ্ধ করে সবাই একই নিয়মে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম এবং ভাষা বিভাগ রাখা যায় তাহলে অন্তত পরিবার, সমাজ, রাজনীতিসহ জীবনের সর্বত্র বিভাজন কমে যাবে, কেননা এই বিভাজনই সব মন্দের উৎস। আজকের এই বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের যুগে পুরনো গাড়ির মতো সংস্কার করা চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে আরও গতিশীল যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন।

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
চেয়ারম্যান গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা